রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

ইউনিট ৭

ভূমিকা

ফাহমিদাকে তার বাবা প্রতিদিনই সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যায়। বেশিরভাগ সময়ই কাউন্টার থেকে টিকেট কিনে তারা বাসে যায়। মাঝে মধ্যে তাদের লোকাল বাসে করে যেতে হয়, যার টিকেট সংগ্রহ করার কোন কাউন্টার নেই। টিকেট কেটে যে লাল বাসটিতে তারা যায় সেখানে ফাহমিদা লক্ষ্য করল যে, ভিতরে এক জায়গায় লেখা 'এটি জাতীয় সম্পদ, তাই ইহার যত্ন নিন'। কিন্তু লোকাল বাসটিতে এরকমটি লেখা নেই। ছোট মেয়ে ফাহমিদার মনের মধ্যে প্রশ্ন, কেনই বা লাল রংয়ের বাসটিতে এ ধরনের কথা লেখা হয়েছে? সে তার বাবাকে বাসায় একদিন বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তার বাবা ফাহমিদার এই না জানার প্রশ্নটি শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি তার মেয়েকে বললেন, 'লাল বাসটি হলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)- এর যা রাষ্ট্রীয় সম্পদ। কেননা, রাষ্ট্র কর্তৃক এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই পরিবহন ব্যবসায়ের আয় দেশের সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। শুধু তাই নয়, এটির লোকসান হলে জনগণকেই ভর্তুকি দিতে হয়। সেজন্য রাষ্ট্রের এই সম্পদের যত্ন সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। কিন্তু লোকাল বাসগুলো ব্যক্তি মালিকানায় বিধায় এমনটি বলা নেই।' ফাহমিদা তার বাবার উত্তরে খুব খুশি এবং মনঃস্থির করে প্রতিদিন এই লাল রংয়ের বাসে করে সে স্কুলে যাবে। এই লাল বাসগুলো যে প্রতিষ্ঠানের সেই প্রতিষ্ঠানটি হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। উপরে বর্ণিত ফাহমিদার ভাবনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। এই ইউনিট পাঠ করে আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, উদ্দেশ্য, সম্পদের সুষম বণ্টন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।
পাঠ-৭.২ : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা।
পাঠ-৭.৩ : বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।
পাঠ-৭.৪ : বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা, অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর অবদান।
পাঠ-৭.৫ : সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায়।

পাঠ-৭.১ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	স্বতন্ত্র গঠন, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, স্বাধীন আইন, জনকল্যাণ, বৃহদায়তন ব্যবসায়, চিরন্তন স্থায়িত্ব, কর্মসংস্থান প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা

সাধারণত রাষ্ট্রীয়ভাবে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। অর্থাৎ যে ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক স্বয়ং রাষ্ট্র নিজেই এবং সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। অনেক সময় ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেকোন সময়ে জাতীয়করনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে রূপান্তর করা যেতে পারে। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ও পরবর্তীতে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। জনকল্যাণ অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ত্বরান্বিত করা, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা, জনস্বার্থ রক্ষা করা, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করা, প্রতারণা রোধ, পণ্য বা সেবা মূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বা রাষ্ট্রীয়করনের মাধ্যমে গৃহীত যে সকল শিল্প বা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ সরকারি আওতাধীন থাকে এবং মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, জনকল্যাণ সাধন করা তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। যেমন- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ওয়াসা, ওয়াপদা, বিআরটিসি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জীবন বীমা কর্পোরেশন ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়ই হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। এ ধরনের ব্যবসায়ে যে ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **স্বতন্ত্র গঠন প্রণালী :** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরকারি নিয়ম-কানুন পালন করে সরকারি উদ্যোগে মূলত গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে বা দেশের আইন সভার বিশেষ আইন বলে অথবা বেসরকারি ব্যবসায় জাতীয়করন করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হতে পারে।

২. **রাষ্ট্রীয় মালিকানা :** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিক হলো সরকার বা জনগণ। এর সকল সম্পদ রাষ্ট্রের এবং এর কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য এরূপ ব্যবসায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায়ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মালিকানায় কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নেই।

৩. **স্বাধীন আইনগত মর্যাদা :** এরূপ ব্যবসায় বিশেষ আইন বলে গঠিত হয় বিধায় এটি পৃথক আইনগত সত্তা বা মর্যাদার অধিকারী। এ ব্যবসায় নিজ নামে পরিচিত হতে এবং নিজস্ব সীলমোহর ব্যবহার করে পরিচালিত হতে পারে।

৪. **জনকল্যাণ :** জনকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই মূলত এ ব্যবসায় গঠিত হয়। দেশের অর্থনীতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রন, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ন্যায্য মূল্যে উন্নতমানের পণ্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এরূপ ব্যবসায় গঠিত হয়।

৫. **রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** এরূপ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। সরকার, বিভাগীয় সংগঠন, সরকারি বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন, সরকার নিযুক্ত নির্বাহী ও পরিচালক মন্ডলীর অধীনে পরিচালিত হয়।

৬. **বৃহদায়তন প্রকৃতি:** এ ধরনের ব্যবসায় সাধারণত বৃহদায়তন প্রকৃতিতে গড়ে ওঠে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে যে সকল খাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে অথচ বেসরকারি উদ্যোক্তরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না সেক্ষেত্রেই এরূপ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হতে দেখা যায়।

৭. **চিরন্তন স্থায়িত্ব :** এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অনেকটা চিরন্তন প্রকৃতির, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা ও অন্যবিধ কারণে সরকার ইচ্ছে করলেও বৃহদায়তন এ ব্যবসায় সহজে গুটাতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য : বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য জনকল্যাণ সাধন। এছাড়াও এরূপ ব্যবসায় স্থাপনের পিছনে আরো কিছু কারণ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. **জনকল্যাণ:** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা। এরূপ ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বরং এতে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মী হতে শুরু করে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে এ ব্যবসায় হতে সুবিধা পায় তা এ ব্যবসায় নিশ্চিত করে।

২. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন :** ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বাদ বা খুশিমত চলতে দেয়ার নীতির কারণে ধনবাদী সমাজে ধন বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন শিথিল হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থা পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তুলে কল্যাণকর রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হয়।

৩. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** দেশের সম্পদ যাতে কিছু লোকের হাতে পূঞ্জীভূত না হয়ে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে সেকারণে এরূপ ব্যবসায় গঠন করা হয়।

৪. **একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ :** একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকগণ যাতে সমাজে অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ না পায় তা রোধের উদ্দেশ্যেও অনেক সময় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়।

৫. **সুষম শিল্পায়ন :** বেসরকারি মালিকেরা কেন্দ্রীভূত ব্যবসায় অঞ্চলে ব্যবসায় গড়তে পছন্দ করে। এছাড়া যেখানে ব্যবসায় ভালো করছে সেখানেই বিনিয়োগের আগ্রহ দেখায়। এতে সুষম শিল্পায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। এ অবস্থা উত্তরনে দেশের সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সকল ধরনের শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যেও অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

৬. **মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন :** দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এজন্য বিশ্বের সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গঠিত হয়ে থাকে।

৭. **ভারি ও মৌলিক শিল্প স্থাপন :** যে কোন দেশের শিল্প বিকাশ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারি ও মৌলিক শিল্প স্থাপন প্রয়োজন। এ জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হয় এবং ঝুঁকির পরিমানও বেশী থাকে। ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনে এগিয়ে আসে না। তাই দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করে।

৮. **গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ, ভেষজ ও দেশরক্ষা শিল্প পরিচালনা :** সাধারণত অত্যাবশ্যকীয় ভেষজ ও ক্ষতিকারক অথচ জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, যেমন- প্যাথেডিন এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষার প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ইত্যাদি তৈরীর কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা উচিত। কারণ এগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে এর অপব্যবহার এর সম্ভাবনা থাকে।

৯. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** দেশের জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা' এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান। যেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১০. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার :** যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলে এর অপব্যবহার ও অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে। তাই বিশ্বের সকল দেশেই খনিজ, বনজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় কী কী রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় আছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো রাষ্ট্র বা সরকার;
- রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বা জাতীয় সংসদে পাশ করা বিশেষ আইন বলে বা জাতীয়করনের মাধ্যমে এ ব্যবসায় গঠিত হয়;
- মুনাফা অর্জন নয় বরং জনকল্যাণ সাধনই এ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য;
- এ ধরনের ব্যবসায় বিশেষ আইন বলে গঠিত হওয়ায় এর আইনগত সত্তা রয়েছে এবং কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে;
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকে;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন্ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য জনকল্যাণ?
ক) অংশীদারি খ) যৌথ মূলধনী
গ) রাষ্ট্রীয় ঘ) সমবায়

২। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি কে বহন করে?
ক) জনগণ খ) সরকার
গ) গ্রাহকগণ ঘ) পরিচালকগণ

৩। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়–
ক) রাষ্ট্রপতির আদেশবলে খ) কোম্পানি আইন দ্বারা
গ) প্রধানমন্ত্রির নির্দেশে ঘ) মন্ত্রি পরিষদ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে

৪। নিচের কোনটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদাহরণ?
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক খ) বাংলাদেশ বিমান
গ) বাংলাদেশ হাসপাতাল ঘ) ঢাকা পর্যটন লিঃ

৫। কিছু পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা সরকারের নিকট রাখা জরুরী কেন?
ক) গোপনীয়তার রক্ষার্থে খ) জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে
গ) মুনাফার উদ্দেশ্য ঘ) গঠনতন্ত্রের কারনে

পাঠ-৭.২ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	Laissez Fair Policy, জনকল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, সরকারি নিয়ন্ত্রন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মুনাফা অর্জনের জন্য নয়। দেশের সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, তা দূর করার জন্যও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ''Laissez Fair Policy'' বা ইচ্ছেমত চলতে দেয়ার নীতি এর অবসান ঘটিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ভারি ও মৌলিক শিল্প স্থাপন, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রমিকদের কল্যাণসাধন, ক্ষতিকারক পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন, নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনগণকে সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে কোন কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন- বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো, টাকা ছাপানো, গোপনীয় দলিলপত্রাদি ছাপানো, সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরি ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোই এ সকল ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যই হলো জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদগুলোর মাধ্যমে অধিক সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা যেমন- বিদ্যুৎ, ওয়াসা, ডাক ও তার, প্রাকৃতিক ও জ্বালানি, রেলওয়ে ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনসাধারনের উপকার হচ্ছে অন্যদিকে সম্পদ বিভাজনে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা

ব্যবসায় একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সর্বোচ্চ দক্ষতা, মেধা ও ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে প্রতিযোগিদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবর্তীণ হয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কতটুকু সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশের অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ই অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে সরকারকে প্রচুর লোকসান বহন করতে হয়।
২. এ ধরনের ব্যবসায়ে উৎপাদিত অধিকাংশ পণ্য ও সেবার মান উন্নত নয়। জনগণ এ ব্যবসায় পছন্দ করে না।
৩. 'শূণ্য চেয়ারে কোট ঝোলে' কথাটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বেশি শোনা যায়। এ ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যর্থ হয়।
৪. এ ব্যবসায়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যা উন্নয়নের বাধা হিসেবে কাজ করে।
৫. পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগের অভাবে এ ব্যবসায় সম্প্রসারণে অসুবিধা হচ্ছে।
৬. এ ব্যবসায়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিদ্যমান থাকায় কার্যসম্পাদনে গতিশীলতার অভাব রয়েছে, যা উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়।

৭. এ ধরনের ব্যবসায়ে অধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে বিধায় কর্মকর্তা কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। এতে ব্যক্তিক উন্নয়নসহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।
৮. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিক সরকার হওয়ায় এ ব্যবসায়ের উন্নয়নে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না।
৯. সরকারি ব্যবসায়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার চেয়ে প্রায়ই রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পায়। এতে এর ব্যবস্থাপনা অনেক ক্ষেত্রেই অদক্ষ হয়ে থাকে।
১০. সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো নিয়ে আইন সভা বা সংসদে খোলাখুলি আলোচনা হয়, ফলে ব্যবসায় গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিজস্ব চিন্তা বিবেচনা করে ৫টি করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা নিচের ছকে লিখুন :

সুবিধা	অসুবিধা

সারসংক্ষেপ

১. জনকল্যাণ সাধন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ক্ষতিকারক পণ্যের উৎপাদন ও বণ্ঠন নিয়ন্ত্রণ এর উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয় যা উক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা হিসেবে গণ্য হয়।
২. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, অপর্যাপ্ত মূলধন, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক প্রভাব, অধিক সরকারি নিয়ন্ত্রন, স্বজনপ্রীতি, গোপনীয়তার অভাব, অভ্যন্তরীন দুর্নীতি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কীসের মাধ্যমে সরকার একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ করার উদ্যোগ নেয় ?
ক) বেসরকারী উদোক্তাদের উৎসাহ দিয়ে খ) নিয়ন্ত্রেনের মাধ্যমে
গ) জাতীয়করনের মাধ্যমে ঘ) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের মাধ্যমে

২। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা হলো-
ক) দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি খ) একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ
গ) গোপনীয়তা বজায় রাখা ঘ) মুনাফা অর্জন

পাঠ-৭.৩ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ওয়াসা, ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন, পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা।

ওয়াসা (Water Supply & Sewerage Authority)

ওয়াসা মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃ সুবিধা প্রদানে দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ওয়াসা (Water Supply & Sewerage Authority) ১৯৬৩ সালে পূর্ব-পাকিস্তান অধ্যাদেশ ১৯-এর বলে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালে DPHE (Department of Public Health Enginearing) থেকে ঢাকা শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঢাকা ওয়াসার নিকট হস্তান্তরিত হয়। পুনরায় ১৯৯০ সালে নারায়নগঞ্জ শহরের পানি, ড্রেনেজ ও সেনিটেশন সেবা ঢাকা ওয়াসার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

গত দুই দশক ধরে ঢাকার বর্ধিত আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ঢাকা ওয়াসার কার্যাবলি ঢাকা ওয়াসা আইন ১৯৯৬ অনুযায়ী সংশোধিত করা হয়। ঢাকা ওয়াসা একটি সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এর আয়তন ৩৬০ বর্গ কিলোমিটারের বেশী এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২৫ মিলিয়ন (১ কোটি ২৫ লক্ষ)। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার কর্মসীমা উত্তরে মিরপুর ও উত্তরা এবং দক্ষিনে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। উত্তম কার্য পরিচালনা, গ্রাহক সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসাকে ১১টি জোনে ভাগ করা হয়েছে। যার ১০টি ঢাকা শহরে এবং ১টি নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত। প্রতিটি জোনের প্রকৌশলী ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্য একটি করে অফিস রয়েছে। যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট জোনের সম্মানিত গ্রাহকগণ সম্ভাব্য সেবা ও পরামর্শ পেতে পারেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম WASA ও খুলনা WASA নামে দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান চালু করে উক্ত দুটি মেট্রোপলিটন শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

WASA এর দায়িত্ব ও কাজ নিম্নরূপ :

১. বাসা-বাড়িসহ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা;

২. পয়ঃ প্রণালীর মাধ্যমে গৃহস্থালী ময়লা এবং শিল্প ও বাণিজ্যের তরল বর্জ্য সরানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প নির্মান, পরিচালনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা; এবং

৩. জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মান, পরিচালনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ (Bangladesh Post Office)

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম কাজ হচ্ছে ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পণ্যদ্রব্য ও সেবা জনগণের নিকট নিরাপদে পৌঁছে দেয়া। বাংলাদেশ ডাকঘর সরকারি মালিকানাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সমগ্র দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডাক যোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ একটি প্রধান জাতীয় ডাক যোগাযোগ সংস্থা।

পাক-ভারত উপমহাদেশে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে অর্থাৎ বৃটিশ আমল থেকে চালু রয়েছে। বর্তমানের বাংলাদেশে এটি ডাক ও টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে Postal Act-1898 দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত । এর নির্বাহীর পদ হলো ডাইরেক্টর জেনারেল অব বাংলাদেশ পোষ্ট অফিস। ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ৯৮৮৬টি। এ ছাড়া ডাক বিভাগ ২০১০ সালে ১মে থেকে ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস চালু

করেছে। যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে ও বিদেশে অর্থ স্থানান্তর সেবা দিতে পারে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মূখ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

- গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি প্রদান করা;
- দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা;
- প্রতিষ্ঠানে এমন কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে ডাক কর্মীরা গ্রাহকদের ডাক সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সৌজন্যতা প্রদর্শন করতে পারে;
- দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর ডাক সেবা চালিয়ে যাওয়া;
- দেশের সর্বত্র আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডাক সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রধানত দুই ধরনের ডাক সেবা প্রদান করে থাকে। যথা:

ক) পোস্টাল সেবা (Postal Service)-এই সেবাসমূহ দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অবস্থিত।

খ) প্রতিনিধিত্ব সেবা (Agency Service)-এই সেবাসমূহ দেশের মধ্যে বিস্তৃত।

ডাক সেবাসমূহ নিম্নরূপ:

পোষ্টাল সেবাসমূহ	প্রতিনিধিত্বমূলক সেবাসমূহ
১. ডাক মালামাল গ্রহন, পরিবহণ ও বিলি করা; ২. প্রেরিত সামগ্রী নিবন্ধনকরণ; ৩. GEP(Guaranteed Express Post); ৪. EMS (Express Mail Service); ৫. ভিপিপি সার্ভিস; ৬. ডিপিএল সার্ভিস; ৭. মানি অর্ডার সার্ভিস; ৮. পার্সেল সার্ভিস ইত্যাদি।	১. ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক; ২. ডাক জীবন বীমা; ৩. সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও বিক্রয়; ৪. প্রাইজবন্ড ক্রয় ও বিক্রয়; ৫. ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন; ৬. বেতার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন; ৭. স্ট্যাম্প বিক্রয়; ৮. পাসপোর্ট সার্ভিস ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে (Bangladesh Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ১৪২ বছর পূর্বে সর্বপ্রথম কলকাতায় যাত্রা শুরু হয়েছিল, যার একটি অংশ হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের সরকারি মালিকানাধীন এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রধান পরিবহন সংস্থা। এটি সর্বমোট ৩৪,১৬৮ জন নিয়মিত কর্মীবাহিনীর সমন্বয়ে ২,৮৫৫ কিলোমিটার পথ পরিক্রমায় পরিচালিত। যেহেতু রেলওয়ে দেশের স্থল পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থাপনকারী বাহন, স্বভাবতই এর ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালনা : ১৯৮২ সাল পর্যন্ত রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম একজন চেয়ারম্যানসহ চার সদস্য বিশিষ্ট রেলওয়ে বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং পরিচালনার তাগিদে রেলওয়ে বোর্ডকে ৩ জুন ১৯৮২ সালে ভেঙ্গে দিয়ে রেলওয়ে বিভাগকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। যেখানে বিভাগের সচিবকে রেলওয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে পরিচালনা ও নীতি প্রণয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ' নামে একটি সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে দুই জন জেনারেল ম্যানেজার রয়েছেন যারা দুটি জোনে বিভক্ত (পূর্ব ও পশ্চিম) রেলওয়ের প্রশাসনিক অবস্থা নিয়ন্ত্রন করেন। রেলওয়ের পরিবহণ নিরাপদকল্পে সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা পরিচালকমন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছে যারা বাংলাদেশ রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকি করে থাকে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এটির নামকরণ রেল মন্ত্রণালয় করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন কমিউটার সার্ভিস, ডেমু সার্ভিস, (DEMU-Disel Electric Multiple Unit) প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণের প্রশংসা অর্জন করছে।

রেলওয়ের উদ্দেশ্যাবলি

- দেশব্যাপী রেলওয়ে স্টেশন ও অঞ্চলগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- বাংলাদেশ রেলওয়ে সিগন্যাল, ইন্টারলকিং সিস্টেম (একটি তালার মাধ্যমে অন্য সব তালা আটকানোর ব্যবস্থা), টেলিকম ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং উন্নতর করা;
- ট্রেন পরিচালনা নিরাপদ, দ্রুত ও দক্ষ করে তোলা;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য উপযোগী ও আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সিগন্যাল সিস্টেম, রেলওয়ের উপকরণ এবং ইঞ্জিন ক্রয় করা;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন বাজেট এবং আয় বাজেটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে জনগণের নিকট রেল বিষয়ক নানা তথ্য, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকিট ক্রয়, নির্দিষ্ট দূরত্বের ভাড়া বোর্ডে দৃশ্যমান করা ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে জনগণকে রেলপথ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে।

বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা (Bangladesh Chemical Industrics Corporation-BCIC)

বাংলাদেশ পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে যতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-২৭ (বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ ন্যাশনালাইজেশন অর্ডার, ১৯৭২) এর বলে নিম্নলিখিত সেক্টর কর্পোরেশন গুলোর সমন্বয়ে ১৯৭৬ সালে বিসিআইসি গঠিত হয়।

	সেক্টর কর্পোরেশনসমূহ	মোট	গঠিত প্রতিষ্ঠান
১.	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এবং ক্যামিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন (বিএফসিপিসি) এর ৪৪টি প্রতিষ্ঠান।	৮৮টি	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)
২.	বাংলাদেশ পেপার এন্ড বোর্ড কর্পোরেশনের (বিপিবিসি) এর ১২টি প্রতিষ্ঠান		
৩.	বাংলাদেশ ট্যানারিজ কর্পোরেশন (বিটিসি) এর ৩২টি প্রতিষ্ঠান		

নেদারল্যান্ড সরকারের উদ্যোগে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ''ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টি আই সিআই)'' ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ৭টি কারিগরি ডিপার্টমেন্ট ও ৩৬টি ল্যাব রয়েছে।

BCIC এর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ

- আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে শিল্পনীতির বাস্তবায়ন;
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন;
- দক্ষতা ও উৎপাদনের সর্বোচ্চকরণে প্রকল্পসমূহের কার্যাবলি নিশ্চিতকরণ;
- ন্যায্যমূল্যে পণ্যসমূহ উৎপাদন এবং বিকল্প হিসাবে আমদানির পর্যাপ্ততা বজায় রাখা;
- দেশীয় চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা;
- উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সংস্থার লাভের চেয়ে সামাজিক ও জনকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা;
- স্থানীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তদের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা (বিআরটিসি) (Bangladesh Road Transport Corporation-BRTC)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা সংক্ষেপে বিআরটিসি দেশব্যাপী যাত্রীদের আধুনিক যোগাযোগ সেবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৯৬১ সালে ৭নং অধ্যাদেশ এর আওতায় একটি সরকারি কর্পোরেট পরিবহণ অঙ্গ-সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। BRTC সর্বদাই চেষ্টা করে তার উত্তম সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করতে।

উদ্দেশ্যাবলি

- যাত্রীদের জন্য এবং মালামাল বহনের জন্য সড়ক পরিবহণ সেবা প্রদান করা হয়;
- সহনীয় ভাড়ার মাধ্যমে নিরাপদ, বিশ্বস্ত এবং দক্ষ পরিবহণ সেবা প্রদান করা;
- পরিবহন ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সহায়তা করা এবং নতুন পথে (route) পরিবহণ সেবা পরিচিতিকরণ;
- পর্যটন খাতকে উন্নয়ন করা;
- অক্ষম, পঙ্গু ছাত্র-ছাত্রী, সরকারি কর্মচারী, গরিব ও নি:স্বদের জন্য বিশেষ পরিবহন সুবিধা প্রদান করা;
- পরিবহণ খাতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি, দূর্ঘটনা হ্রাস ও পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) (Bangladesh Parjaton Corporation)

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) একটি জাতীয় পর্যটন সংস্থা (এনটিও)। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির একটি নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে এর কার্যক্রম শুরু করে। এটি বেসরকারি বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। একজন চেয়ারম্যান ও তিনজন পরিচালক এর মাধ্যমে Board of Directors গঠিত। চেয়ারম্যান বোর্ডের সভাপতি, পরিচালকগণ বোর্ডের সদস্য এবং মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রধান কার্যালয়ের বিভাগ সমূহ যথা: প্রশাসন বিভাগ, বাণিজ্যিক বিভাগ, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বিপণন ও জনসংযোগ বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পূর্ত বিভাগ এবং এষ্টেট বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রনাধীন National Hotel and Tourism Training Institute (NHTTI), Duty Free Operation (DFO) সহ হোটেল, মোটেল, কটেজ, রেঁস্তোরা, পিকনিক স্পট, রেন্ট-এ কার ও ভ্রমন ইউনিট সারাদেশে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সেবা প্রদান করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পর্যটন এলাকা হচ্ছে কক্সবাজার, রাঙ্গাঁমাটি, বান্দরবান, খাগড়ছড়ি, সিলেট, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

- বাংলাদেশকে একটি চমকপ্রদ টুরিষ্ট গন্তব্যের দেশ হিসাবে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশকে একটা উন্নতমানের পর্যটন এলাকা হিসেবে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা এবং পর্যটন সম্ভাবনা ও সুবিধার উন্নয়ন সাধন করা ;
- বাংলাদেশে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- দেশের পর্যটন ব্যবসায় উন্নতি সাধন, প্রসার ও এগিয়ে যেতে সহায়তা করা;
- জনগণের মধ্যে পর্যটনের আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- যোগ্য পর্যটন কর্মী গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করা;
- পর্যটন বিষয়ক প্রকাশনা ছাপা ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

বাংলাদেশ ট্রেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড (Bangladesh Telegraph and Telephone Board-BTTB)

বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ (BTTB) ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে BTTB শহরাঞ্চল হতে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এর বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। এছাড়া বিটিটিবি আন্তর্জাতিক কলেরও ব্যবস্থা করেছে। ২০০৪ সালে BTTB আলাদাভাবে টেলিটক (Teletalk) নামে মোবাইল সার্ভিস বাজারে চালু করে। BTTB দেশের ৬৪টি জেলায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা করে দিয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত এর সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩২,৪৩৩ জন।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বিভাগ, ডাকঘর এবং টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৫ সালের অডিন্যান্স অনুযায়ী এটি টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড নামে কর্পোরেট বডিতে রূপান্তরিত হয়। এটি পুনরায় ১৯৭৯ সালের আরেকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারের বোর্ড হিসেবে বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড (BTTB) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের টেলিকমিউনিকেশন পলিসি

অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বোর্ড ১জুলাই ২০০৮ সাল হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ২০০৮ সালের ১জুলাই হতে (BTTB) সরকারি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) নামে আত্মপ্রকাশ করে।

BTCL এর প্রধান সেবাসমূহ নিম্নরূপ

১. টেলিফোন : NWD, ISD, E-ISD, ISDN ফ্যাক্স
২. ইন্টারনেট : Leased line, Dial-up, Broad Band
৩. ওয়েবসার্ভিস : BD, Registration, Web hosting, DNS Parking.
৪. টেলিকম অবকাঠামো : Transmission, Bandwidth, Tower Facility, Co-location Facility, IPLC Local Loop.

BTCL **এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ**

- গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- সারাদেশে টেলিফোনের চাহিদা পূরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন করা;
- রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা;
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা;
- বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা (Bangladesh Sugar & Food Industrics Corporation-BSFIC)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ১জুলাই ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক জারিকৃত ২৭নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ চিনি কল সংস্থা (BSMC) এবং বাংলাদেশ খাদ্য ও কৃষি জাতীয় শিল্প সংস্থা (BFAIC) নামে দুটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের ১জুলাই এদুটি সংস্থাকে একীভূত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সেক্টর ও একক কর্পোরেট বডি হিসেবে এটি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ ব্যবসায়ের সাধারণ প্রশাসনিক দায়িত্ব চেয়ারম্যান এবং পাঁচজন পরিচালকের (অর্থ, বিপণন, উৎপাদন ও প্রকৌশল, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা) সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত । বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা এদেশের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, বিক্রয়, সুষম বণ্টনের মজুদকরণ, শুল্ক ও রাজস্ব খাতে সরকারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সম্প্রসারিত কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে মিল জোন এলাক গুলোতে উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ও উচ্চ শর্করা সম্পন্ন ইক্ষু উৎপাদন করা;
- নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে চিনি কলগুলোর আধুনিকায়ন নিশ্চিত করে উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়ন করা;
- সুষ্ঠু বিপণনের মাধ্যমে চিনির বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা;
- চিনিকল সমূহে সংস্থাপিত মেশিনারিজের কার্যক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমান চিনি উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

কার্যক্রম : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা সারাবছর ব্যাপী যে সকল কার্যক্রম করে থাকে সেগুলি হলো ইক্ষু চাষ ও মাড়াই, প্রক্রিয়াকরণ, চিনি উৎপাদন, রেক্টিফাইড স্পিরিট, ফরেন লিকার ইত্যাদি উৎপাদন। বাংলাদেশের চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীন প্রতিষ্ঠান এবং ঠিকানা:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	অবস্থান/ঠিকানা
১.	সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্ লি:	সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম	অবস্থান/ঠিকানা
২.	পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লি:	পঞ্চগড়
৩.	ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লি:	ঠাকুরগাঁও
৪.	শ্যামপুর সুগার মিলস্ লি:	শ্যামপুর, রংপুর
৫.	জয়পুরহাট সুগার মিলস্ লি:	জয়পুরহাট
৬.	নাটোর সুগার মিলস্ লি:	নাটোর
৭.	নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লি:	গোপালপুর, নাটোর
৮.	রাজশাহী সুগার মিলস্ লি:	রাজশাহী
৯.	কুষ্টিয়া সুগার মিলস্ লি:	জগতি, কুষ্টিয়া
১০.	মোবারক গঞ্জ চিনি কল লি:	নলডাঙ্গা, বিনোদপুর, ঝিনাইদহ্
১১.	কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি:	দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা
১২.	ফরিদপুর সুগার মিলস্ লি:	মধুখালি, ফরিদপুর
১৩.	পাবনা সুগার মিলস্ লি:	দাশুরিয়া, পাবনা
১৪.	জিল বাংলা সুগার মিলস্ লি:	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
১৫.	রংপুর সুগার মিলস্ লি:	মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার অধীন ৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার প্রায় সকল শিল্প কারখানা, ব্যাংক, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করে। পরবর্তীতে নির্মম বাস্তবতার কারনে অনেক প্রতিষ্ঠানই বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয়। এখনও অনেক বাণিজ্যিক ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে ওয়াসা, ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বহিভূর্ত সংগঠন?
ক) BKMEA খ) BRTC
গ) WASA ঘ) BTTB

২। বাংলাদেশ পাবলিক সেক্টরে সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন কোনটি?
ক) বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প খ) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা
গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ঘ) বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন

৩। BRTC কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গ) সমবায় মন্ত্রণালয় ঘ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৪। কত সালে BTTB, BTCL নামে রূপান্তরিত হয়?
ক) ২০০১ খ) ২০০৪
গ) ২০০৬ ঘ) ২০০৮

পাঠ-৭.৪ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা, অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;

মূখ্য শব্দ (Key Words)	জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ, সুষম শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, জনকল্যাণ, উন্নত যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, জাতীয়করণ।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা থেকে আমরা জেনেছি ব্যক্তি মালিকানায়ই এ বিশ্বে ব্যবসায়ের প্রচলন ও উন্নয়ন ঘটে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ফ্রান্সে অবাধ ব্যবসায় নীতি বা ইচ্ছেমত চলতে দেয়ার নীতি (Laissez Fair Policy) চালু হয়। এতে ধন বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আর এ ধন বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের ব্যাংক, বীমাসহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এর প্রধান কারণ ছিল দেশে যাতে ধন বৈষম্য সৃষ্টি না হয়ে একটি সুষম, সুদৃঢ় ও ন্যায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপনের পিছনে আরো কিছু যৌক্তিকতা রয়েছে- যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ হয়। ফলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এর সুবিধা লাভ করে এবং শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয় না।

২. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র দেশের উন্নত এলাকাসমূহে গড়ে ওঠে এবং লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারসাম্য উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

৩. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন জনকল্যাণধর্মী খাত, যেমন-ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও তার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সেবা সমূহ সাশ্রয়ী মূল্যে প্রদান করে, কিন্তু বেসরকারীভাবে এসব সেবাসমূহ অনেক মূল্যের বিনিময়ে পেতে হতো।

৪. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবসায় না থাকলে বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে পণ্য বা সেবার একচেটিয়া ব্যবসায় করতো। ফলে ভোক্তা সাধারণকে ন্যায্য মূল্যে মানসম্মত পণ্য পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হতো।

৫. কিছু কিছু প্রচলিত ক্ষতিকারক পণ্য যেমন-মদ, প্যাথিড্রিন, আফিম ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাজারজাতকরণ না হলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশী মুনাফার আশায় বেপরোয়াভাবে বাজারজাতকরণ করত। ফলে দেশে নৈরাজ্য ও অকল্যাণ সৃষ্টি হতো।

৬. সুষম শিল্পায়ন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সরকারি উদ্যোগে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৭. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দেশিয় মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ও নোট প্রচলন ও অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৮. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা এবং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান না হলে কর বা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো না।

৯. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় না থাকলে সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন- প্রশ্নপত্র ও স্ট্যাম্প ছাপানো, সমরাস্ত্র উৎপাদন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষ করা যেত না।

১০. জাতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশকে বহি:শত্রুর আক্রমন হতে রক্ষ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র ব্যতীত বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা কোন বাহিনী বা প্রতিষ্ঠান আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হতো না।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ইতিহাস বেশি দিনের পুরাতন নয়। ভারতকেন্দ্রীক ঔপেনিবেশিকতায় এদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসনামলেও এদেশ শাসিত হয়েছে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা এবং অধিকাংশ কারখানা স্থাপিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কোন অগ্রগতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশে সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে পূনর্বাসন কাজে বেশ সময় অতিবাহিত হয়। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাপ্ত পূর্বের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান (যেমন-আদমজী জুট মিলস্, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি) এবং নব গঠিত কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সঠিকভাবে নজরদারি না হওয়ার কারণে বড় বড় কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন-আদমজী জুট মিলস্) ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে বিলুপ্তি ঘটে।

ফলে হাজার হাজার লোক কর্ম হারিয়ে বেকার হয়ে যায়। অবশেষে এদের কারোর ঠাঁই মেলে ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানায় অথবা গার্মেন্টস শিল্পে, আবার অনেকেই কাজ না পেয়ে গ্রামে ফিরে যায়। বর্তমানেও অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন। এর কারণগুলো নিম্নরূপ :-

- সঠিক তথ্য ও গবেষণার অভাবে সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিকল্পনার অভাব;
- পরিকল্পনায় নমনীয়তা না থাকায় প্রয়োজনে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন নিয়ে না আসা;
- কর্মীদের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত না হওয়ায় স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, মনগড়া হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির অনুশীলন;
- জবাবদিহিতা না থাকায় কর্তব্যে অবহেলা এবং অপব্যয়, অপচয় বৃদ্ধি;
- শ্রমিক সংঘের চাপের মুখে অনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা;
- অদক্ষ কর্মীর কারনে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে অনীহা;
- রাজনৈতিক প্রভাব এবং দলীয় কারনে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত;
- অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হওয়ার মনোভাব ইত্যাদি।

ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়েও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। কেননা, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পর্যাপ্ত মূলধন নিয়ে পরিচালিত হয়। এছাড়াও রাষ্ট্র কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসায়িক নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা (যেমন-ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সম্পদ) পাওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে । কিন্তু সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হওয়ায় অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতি বছর লোকসান দেখিয়ে জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপরও কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। যেমন-বিআরটিসি, বিটিসিএল এবং রেলওয়ের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলো যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, সার কারখানা জনগণকে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য সরবরাহ করে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। কিছু সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় আশির্বাদ না বোঝা স্বরূপ – ১০ লাইনে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- দেশের উন্নয়ন তথা জনগণের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই রাষ্টীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- রাষ্ট্রয়ত্ত্ব ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় খুব অল্প খরচে দেশের জনগণকে নানাবিধ সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠনের কারন ?

ক) মুনাফা অর্জন করা
খ) জনকল্যাণ সাধন নিশ্চিত করা
গ) পণ্যের একচেটিয়া প্রভাব রোধ করা
ঘ) বিদেশে ভাবমুর্তি উন্নয়ন করা

২। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কী লক্ষ্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ?

ক) গণতন্ত্র
খ) সমাজতন্ত্র
গ) পুঁজিবাদ
ঘ) গঠনতন্ত্র

৩। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি কে বহন করে ?

ক) সরকার
খ) পরিচালক
গ) গ্রাহক
ঘ) ব্যবস্থাপক

পাঠ-৭.৫ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায় এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	PPP (Public Private Partnership Business) বিশ্বায়ন, জনকল্যাণ।

সরকারি অনুমোদন ও সহায়তায় বেসরকারি অর্থায়ন ও পরিকল্পনায় যে ব্যবসায় কার্যক্রম সম্পাদিত হয় তাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায় বলে। যা সংক্ষেপে PPP (Public Private Partnership Business)। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যে সকল ব্যবসায়ের ধারণা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে PPP অন্যতম। একটা দেশের সরকারকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয় এবং এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন সরকার এসব উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদন ও পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ সরকার প্রকল্প অনুমোদন করে দেয় আর বেসরকারি খাত এসব প্রকল্পে অর্থায়ন করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পটি পরিচালনা করে বেসরকারি পক্ষ। PPP-র উদ্যোগে সরকারের অনুমোদন ও সহায়তায় বেসরকারি খাতের অর্থায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামো থেকে সরকার ও জনগণ চুক্তিকৃত মূল্য বা ফি পরিশোধের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করে থাকে। অবকাঠামো নির্মান, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব উন্নয়শীল দেশগুলোতে পরিলক্ষিত হয়।

২০১০ সালে PPP উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP) নির্ধারণ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় PPP আইন ২০১৩ (খসড়া) প্রণয়ন করে, যা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত PPP-র উদ্যোগের অধীনে ১৭টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ২০১৩-২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত্ব হতে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এমনকি ভারতেও PPP আওতায় প্রকল্পগুলি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

PPP-র উদ্যোগে সম্ভাবনাময় খাত

- যোগাযোগ অবকাঠামো (সড়ক, রেল, বিমান বন্দর, নৌ-পরিবহন)
- পর্যটন শিল্প।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
- বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন।

উদ্দেশ্য

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে সরকারি অর্থায়নের অভাবে কোন সম্ভাবনাময় খাত থেকে যেন জনগণ সুবিধা বঞ্চিত না হয়। অন্যদিকে বিদেশী ঋণের উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা না করার মাধ্যমে বিদেশী/দাতা সংস্থার ঋণের নির্ভরশীলতা কমানোও এই ধরনের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	যৌথমূলধনী ব্যবসায় ও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

- সরকারি-বেসরকারি যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত ব্যবসায়কে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসায় বা সংক্ষেপে PPP বলে।
- বাংলাদেশে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে PPP ব্যবসায়ের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়।
- PPP এক ধরনের চুক্তি যা সম্পাদিত হয় সরকারের জনকল্যাণ খাত সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।
- বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য PPP প্রকল্প হলো- ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক নির্মান, মংলা বন্দরে জেটি নির্মান ইত্যাদি।
- সাধারণত হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান গঠন, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক দেশেই PPP ব্যবসায় সফল হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। PPP কী ধরনের বিনিয়োগকারীদের জন্য শ্রেষ্ঠ ?

ক) সরকার খ) বেসরকারি

গ) আন্তর্জাতিক ঘ) স্বায়ত্তশাসিত

২। PPP প্রকল্পে যে ধরনের কাজ করা হয়, তা হলো -

i) অর্থ সরবরাহ

ii) আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা

iii) সাবসিডি প্রদান

নিচের কোন্‌টি সঠিক

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। PPP তে কোন খাতকে সেবা তৈরীর জন্য সরকার নিবন্ধন দিয়ে থাকে ?

ক) রাষ্ট্রীয় খ) আন্তর্জাতিক

গ) বেসরকারি ঘ) জাতীয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১. দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পণ্য উৎপাদনের নিমিত্তে জনকল্যাণের জন্য ঢাকার সাভারে সরকার একটি টুলস ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অর্ডার মতো তারা কাজ করে। সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি অর্ডার সাপ্লাই দিতে গিয়ে ফ্যাক্টরীটি বিপদে পড়ে গেল। কেননা কাজ করার সময় একটি মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'বোবিন' ভেঙে যায়। এটি ক্রয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। ২০ দিন হয়ে গেলেও কোনো জবাব না আসায় প্রতিষ্ঠান প্রধান হতাশা ব্যক্ত করলেন।

(ক) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য কী?

(খ) জাতীয়করণ বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উদ্দীপকে বর্ণিত টুলস ফ্যাক্টরীটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান প্রধানের হতাশা ব্যক্ত করার প্রধান কারণটি ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

২. আমদানি মূল্য হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় পিঁয়াজের বাজার অস্থির হয়ে উঠে। এই সুযোগে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে বাজারে পিঁয়াজের সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এতে পিঁয়াজের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন সময় টিসিবি ন্যায্যমুল্যে খোলাবাজারে পিঁয়াজ বিক্রয়ের বিষয়ে বাজারে পর্যবেক্ষণ শুরু করে। কিছুদিন পর ফাইল চলাচালি করে সিদ্ধান্ত হওয়ায় টিসিবি খোলাবাজারে পিঁয়াজ বিক্রি শুরু করে। ইতোমধ্যে পিঁয়াজের মূল্য গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যায়। খোলাবাজারে বিক্রির কারণে কিছুদিনের মধ্যে পিঁয়াজের মূল্যের উর্ধ্বগতির রাশ টেনে ধরা সম্ভব হয় এবং বাজার স্থিতিশীল হয়ে উঠে।

(ক) যৌথ মালিকানা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে ঝুঁকি বণ্টিত হয়ে কীভাবে?

(খ) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

(গ) খোলাবাজারের পিঁয়াজ বিক্রি করার পিছনে টিসিবির কোন ভূমিকাটি কাজ করেছে ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) পিঁয়াজের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়ায় টিসিবির কোন ব্যর্থতা ছিল বলে আপনি কী মনে করেন? আপনার মতামতের পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ ঃ ১. গ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ ঃ ১. ঘ ২. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ ঃ ১. খ ২. ক ৩. গ